দৈনিক বাংলা

23

তারিখ ... 06 DEC 1996
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম - ৮

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একের পর এক ফাঁস হয়ে যাবার ঘটনা অবশ্যই উদ্বেগজনক। তবে কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এটা স্বস্তির বিষয়। চার সদস্যের তদন্ত কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস খুঁজে দেখবেন, কিভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হল তা খোঁজ করবেন, দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করবেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্যও একটা সুপারিশ পেশ করবেন। তদন্ত কমিটি ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন বলে দৈনিক বাংলার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া অবাঞ্ছিত এবং দুঃখজনক ঘটনা হলেও আমাদের দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় এ ঘটনা নতুন নয়—একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বেও কয়েকবারই ঘটেছে। এবং আমাদের যতদূর মনে পড়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্ত, বিশ্লেষণ ইত্যাদি হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গে আমাদের বলতে হয় যে পরিস্থিতির বিরাটমাপের কোন পরিবর্তন হয়নি তাতে।

আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনাকে পরীক্ষায় অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বন করার প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়েও দেখতে পারি। প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও লক্ষ্য একই-যেনতেন উপায়ে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়া এবং এই কাজে সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে আমরা দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। এক পক্ষ পরীক্ষার্থী, যারা পড়াশোনা না করে ছলে বলে কৌশলে পরীক্ষা পাস করতে চায়। আর এক পক্ষ আছে যারা এ কাজে সহযোগিতা করে। যারা সহযোগিতা করছে তাদের অবশ্য প্রকারভেদ আছে। এ দলে কান্ডজ্ঞানহীন অভিভাবক বা শিক্ষকরাও যেমন থাকতে পারেন তেমনি এক শ্রেণীর অর্থলোভী মানুষও আছে। এরা পরীক্ষার্থীদের দুর্বল মানসিকতার সুযোগ নিয়ে খানিকটা পয়সা কামাই করছেন। ব্যবসা করছেন। এই দলে শিক্ষকদেরও থাকার যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা পরিতাপের বিষয়।

শিক্ষা নিয়ে নানারকম ব্যবসা দেশে চালু হয়েছে। সবই নিন্দনীয়। তার পরেও আমরা বলব, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে যারা লাভবান হবার চেষ্টা করছেন তারা তাদের বিকৃত মানসিকতারই পরিচয় দিচ্ছেন। প্রশ্নপত্র বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের ধান্ধা শিক্ষক এবং কর্মচারী যারাই করুন, তারা অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ করেছেন একথা আমরা বলতে বাধ্য হব।

এ ধরনের ঘটনার নিন্দা আমরা আগেও করেছি। সব সময়েই করি। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ভাল কথা। কিন্তু আমাদের ধারণা, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার বা উন্নয়ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। পরীক্ষা-পাস নির্ভর শিক্ষা নিয়ে একটা শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার স্বপ্ন হয়ত সঠিক নয়। সঠিক পন্থা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা দরকার এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।